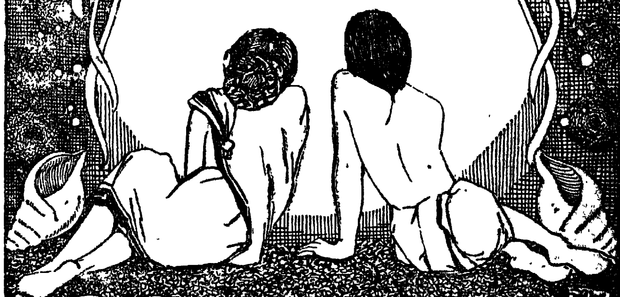
শিশুতোষ সিরিজ

সম্পাদক—
শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি.এ

রামকৃষ্ণের নূতন গল্প

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।

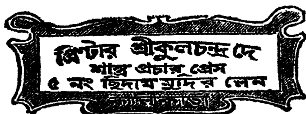


শিশির পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ
শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

শিশুতোষ সিরিজ—বার্ষিক মূল্য ৪৲
ষান্মাসিক মূল্য ২৲
প্রতি খণ্ড ।৵০
প্রতি মাসে একখানি করিয়া বাহির হয়

জ্যৈষ্ঠ—১৩২৯।



রামকৃষ্ণের নূতন গল্প

বাঘের বাচ্চা

এক মাঠে এক পাল ছাগল চরিতেছিল। সেই সময় এক বাঘিনী আসিয়া সেই ছাগলের পালের উপর লাফাইয়া পড়িল। ছাগলগুলা ভয়ে অস্থির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঘিনী একটা ছাগল ধরিতে যাইতেছে সেই সময় এক শিকারী বাঘিনীটাকে গুলি করিল। গুলি খাইয়া বাঘিনীর আর ছাগল ধরা হইল না—সেই খানেই পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। এখন

বাঘিনীর পেটে বাচ্ছা ছিল। গুলি খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বাঘিনী একটা বাচ্ছা প্রসব করিয়া ফেলিল। শিকারী বাঘিনীটাকে লইয়া চলিয়া গেল। বাচ্ছাটা ছাগলের পালেই রহিয়া গেল—এবং সেই ছাগলের পালের ভিতর থাকিয়া দিন দিন বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। বাঘের বাচ্ছাটা ছাগলের দুধ খাইয়া মানুষ হইল এবং ছাগলের সঙ্গে থাকিয়া ঘাস খাইতে শিখিল। ছাগলদের সঙ্গে থাকিয়া বাঘটার চলন চালন—কতকটা ছাগলের মত হইল—এমন কি সে ছাগলের মত ভ্যা ভ্যা করিয়া ডাকিতেও শিখিল।

এইভাবে কিছুদিন যাইবার পর সেই ছাগলের পালে আবার এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই ছাগলের পালের ভিতর একটি বাঘের বাচ্ছা দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। ছাগলের সহিত সেই বাঘের বাচ্ছাটাও ঘাস খাইতেছিল। বাঘ দেখিয়া ছাগলগুলাও যেমন ভয়ে অস্থির হইয়া পলাইতেছিল, সেই বাঘের



বিকট স্বরে বলিল—জলের ভিতর দেখ্…আমিও যা, তুইও তাই।

বাচ্ছাটাও তেমনি পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সেই প্রকাণ্ড বাঘটা এই ব্যাপার দেখিয়া ছাগলদের আর কিছু বলিল না—সে ছুটিয়া গিয়া একেবারে যেই ঘাসখেগো বাঘটার কাণ কামড়াইয়া ধরিল। সেই বাঘের বাচ্ছাটা ভ্যা ভ্যা করিয়া উঠিল এবং পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সেই বড় বাঘটা সেই ঘাসখেগো বাঘটাকে কিছুতেই ছাড়িল না। তাহাকে টানিতে টানিতে জলের ধারে আনিয়া উপস্থিত করিল ও বিকটস্বরে বলিল,—"জলের ভিতর দেখ। দেখ্ আমারও যেমন মুখ, তোরও তেমন মুখ। আমিও যা, তুইও তাই।"

কিন্তু বাঘের বাচ্ছাটা তখনও কাঁপিতেছিল। বড় বাঘটা খানিকটা মাংস আনিয়া তাহার মুখে পুরিয়া দিল। ঘাসখেগো বাঘটা প্রথমে কিছুতেই মাংস খাইতে চাহিতেছিল না। দায়ে পড়িয়া মাংসের আস্বাদ পাইয়া একটু একটু খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার ভয় ঘুচিল—এতক্ষণে সে বুঝিল

যে, হ্যাঁ, সেও বাঘ। তখন সেই বড় বাঘটা যেই ঘাসখেগো বাঘটার কাণটা আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল,—"তুই বাঘের বাচ্ছা হয়ে ছাগলের সঙ্গে ছিলি—আর ঘাস খাইতেছিলি। ধিক্ তোকে।"

এই বলিয়া সেই বড় বাঘটা সেই ঘাসখেগো বাঘটার কাণ ছাড়িয়া দিয়া মন্থর গমনে চলিয়া গেল। বড় বাঘটার কথায় সেই ঘাসখেগো বাঘটার জ্ঞান হইয়াছিল। সেও বাঘ; কাজেই লজ্জায় আর সে মুখ তুলিতে পারিল না! সে সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর— বাঘের মত একটা বিকট গর্জ্জন করিয়া বনের ভিতর ঢুকিল। আর সেই ছাগলের পালে গেল না। পৃথিবীতে মানুষ ঠিক এইরূপ অজ্ঞান হইয়া থাকে—গুরুর কৃপায় তাহারা জ্ঞান লাভ করে ও নিজেকে বুঝিতে ও চিনিতে শেখে। গুরুর কৃপা হইলে অতি অল্প কারণেই অজ্ঞানতা দূর হয়!

কার্ত্তিক ও গণেশ

কৈলাসে ভগবতী কার্ত্তিক ও গণেশকে লইয়া বসিয়াছিলেন। সে দিন মায়ের গলায় গজমুক্তার হার দুলিতেছিল। কার্ত্তিক গণেশ দুই জনেরই মায়ের গলার হারটি গলায় দিবার বড় সাধ হইল। দুইজনেই ভগবতীকে বলিল,—"মা তোমার হারটা আমাকে দাও—আমি গলায় পরিব!"

কার্ত্তিক গণেশের এই আব্দারে ভগবতী বড় মুস্কিলে পড়িলেন। দুই ছেলেই হার চায় অথচ তাঁহার গলায় একটি মাত্র হার। তিনি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—তোমাদের মধ্যে যে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে ঘুরিয়া আসিতে পারিবে, আমি তাহাকে এই হার পরাইয়া দিব।"

ভগবতীর কথা শুনিয়া কার্ত্তিক মনে মনে ভাবিল—এই কথা! আমি এখনি ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছি। কার্ত্তিক আর ভগবতীকে

কোন কথা না বলিয়া তখনি ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু গণেশ তাহা করিলেন না—তাঁহার জ্ঞান ছিল—তিনি জানি-তেন মায়ের ভিতরই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। তাই তিনি ভগবতীর চারিপাশে ঘুরিয়া জননীকে প্রণাম করিলেন। ভগবতী সমস্ত বুঝিতে পারিলেন ও বুদ্ধিমান পুত্রের গলায় নিজের গলা হইতে হার খুলিয়া লইয়া পরাইয়া দিলেন। এদিকে কার্ত্তিক ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—মায়ের গলার হার গণেশের গলায় দুলিতেছে। কার্ত্তিক ব্যাপার কি প্রথমে ভাল বুঝিতে পারিল না। দাদা এত শীঘ্র কেমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আসিল। কিন্তু জননীর মুখে যখন সমস্ত শুনিল তখন আর লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না। গণেশের মত জননীর ভিতরই ব্রহ্মাণ্ড আছে—এ বিশ্বাস যে সন্তানের আছে, সেই যথার্থ সন্তান!

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ শিক্ষা।

গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট কৌরব ও পাণ্ডবগণের যখন ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা শেষ হইল তখন দ্রোণাচার্য্য তাহারা কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহারই পরীক্ষা করিবার জন্য একটী বৃক্ষের উপর একটী কৃত্রিম পক্ষী রাখিয়া শিষ্যগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শিষ্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বৃক্ষের উপরিস্থিত পাখীটাকে তাহাদের দেখাইয়া বলিলেন ঐ পাখীর চক্ষু ভেদ করিতে হইবে। তাহার পর একে একে ডাকিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। যেই ধনুর্ব্বাণ লইয়া চক্ষু ভেদ করিতে আইসে অমনি তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কি দেখিতেছ ?"

সকলের মুখেই এক উত্তর,—"গাছের উপর পাখী দেখিতেছি। তাহার উপর আকাশ দেখিতেছি।"

অমনি দ্রোণাচার্য্য বলেন,—"যাও তোমাকে ভেদ করিতে হইবে না!"

এই ভাবে একের পর একজনের পরীক্ষা শেষ হইবার পর অর্জ্জুনের পালা আসিল। অর্জ্জুন গুরুর চরণে প্রণাম করিয়া পাখীর চক্ষু ভেদ করিবার জন্য ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া লইলেন। দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিতেছ?"

অর্জ্জুন উত্তর দিল,—"পাখীর চক্ষু।"

দ্রোণাচার্য্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে দেখিতে পাইতেছ?"

অর্জ্জুন বলিল,—"না।"

দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গাছটা দেখিতে পাইতেছ?"

অর্জ্জুন ঘাড় নাড়িল। দ্রোণাচার্য্য আবার বলিলেন,—"গাছের উপর পাখীকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেছ?"

অর্জ্জুন ঘাড় নাড়িয়া পূর্ব্বের মত বলিল,—"না।"

দ্রোণাচার্য্য তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে তুমি কি দেখিতেছ ?"

অর্জ্জুন গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল,—"কেবল পাখীর একটা চক্ষু।"

দ্রোণাচার্য্য শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"তুমিই যথার্থ লক্ষ্যভেদ শিখিয়াছ। তোমারই শিক্ষা সার্থক।"

গুরুর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই অর্জ্জুন পাখীর চক্ষু ভেদ করিলেন যাহার শিক্ষায় অর্জ্জুনের মত একাগ্রতা থাকে—সেই যথার্থ শিক্ষার অধিকারী হয়। যে বিষয় শিক্ষা করিবে তাহাতেই সমস্ত মনটুকু নিয়োজিত হওয়া চাই। নতুবা যথার্থ শিক্ষা লাভ করা যায় না।

হনুমান সিং।

এক দেশে হনুমান সিং বলে এক মস্ত বড় পালোয়ান ছিল। হনুমান সিং যে একজন মস্ত বড় পালোয়ান সে কথা দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। দেশ বিদেশ হইতে নানা পালোয়ান আসিয়া প্রায়ই হনুমান সিংএর সহিত কুস্তি লড়িত। একবার এক মুসলমান পালোয়ান হনুমান সিংএর সহিত কুস্তি লড়িবার জন্য পাঞ্জাব হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামের লোক সকলেই সেই মুসলমান পালোয়ানকে দেখিতে আসিল। পাঞ্জাবী পালোয়ানকে দেখিয়া সকলেই বলিল,—"হ্যাঁ পালোয়ান বটে।

হনুমান সিংএর সহিত সেই পালোয়ানের কুস্তির দিন স্থির হইল। নানা দেশ হইতে দলে দলে লোক তাহাদের কুস্তি দেখিবার জন্য আসিয়া জুটিতে আরম্ভ করিল। আর পনোর দিন বাকী—

পনোর দিন পরে হনুমান সিংএর সহিত সেই পাঞ্জাবী পালোয়ানের কুস্তি হইবে। পাঞ্জাবী পালোয়ান কুস্তি হইবার পনোর দিন থাকিতে খুব ঘি দুধ মাংস খাইতে আরম্ভ করিল। সকলেই ভাবিল—পাঞ্জাবী পালোয়ানই জিতিবে। এদিকে কুস্তির দিন যতই আগাইয়া আসিতে লাগিল—পাঞ্জাবী তাহার আহার ততই বাড়াইয়া দিতে লাগিল—আর হনুমান সিং ততই তাহার আহার কমাইতে লাগিল। যে দিন কুস্তি হইবে সেই দিন হনুমান সিং একেবারে উপবাস ছিল। যথা সময়ে কুস্তি আরম্ভ হইল। হনুমান সিং মহাবীরের নাম স্মরণ করিয়া কুস্তি আরম্ভ করিয়াছিল। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি কিছুক্ষণ চলিল, কিন্তু লোকে যাহা ভাবিয়াছিল হইল কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আর অল্পক্ষণেই হনুমান সিং সেই পাঞ্জাবী পালোয়ানকে চিৎ করিয়া দিল। হনুমান সিংএরই জিত হইল। লোকে এই ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল।

কেবল কতক গুলা আহার করিলেই শক্তি বৃদ্ধি হয় না! শক্তি বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপায় সংযম অভ্যাস। যিনি সংযমী তিনি শক্তিশালী

কবিরাজ ও রোগী

এক দেশে এক কবিরাজ ছিলেন—তাঁহার পসার যথেষ্ট। দিন রাত রোগীর ভিড়ে তাহার গৃহ পূর্ণ থাকিত। একদিন তাঁহার নিকট একটা রোগী আসিয়া উপস্থিত হইল—তিনি তাহার রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ও বলি-লেন,—কাল একবার আসিও সেই সময় তোমার পথ্যাপথ্যের সম্বন্ধে বলিব।”

রোগী ঔষধ লইয়া চলিয়া গেল এবং পর দিন আবার কবিরাজের কথামত কবিরাজের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। কবিরাজ তাহাকে বলি-



কবিরাজ···বলিলেন—কাল·· তোমার পথ্যাপথ্যের সম্বন্ধে বলিব

লেন,—“দেখ্ বাপু গুড়টা খাইও না, গুড় খাওয়া একেবারেই ভাল নয়।”

রোগী চলিয়া গেল। সেইখানে অপর একটী লোক বসিয়াছিলেন। রোগী চলিয়া গেলে তিনি কবিরাজকে বলিলেন, “আচ্ছা এই লোকটীকে আজ আবার আসিতে বলিয়াছিলে কেন? কালই তো ও কথাটা অনায়াসেই বলিয়া দিতে পারিতে।”

সেই লোকটার কথায় কবিরাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—শুধু শুধু মানুষ মানুষকে কোন কথা বলে না। কাল এই ঘরে আমার কয়েকটা গুড়ের নাগ্‌রী ছিল। কাল যদি আমি উহাকে বলিতাম গুড় খাওয়া ভাল নয়—সে কথা ও কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। তাহার নিশ্চয় মনে হইত, কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে যখন এত গুড়ের নাগ্‌রী তখন গুড়টা খারাপ হইতেই পারে না।”

কবিরাজের কথার অর্থ সেই লোকটী এতক্ষণে বুঝিলেন! নিজে ভাল না হইয়া পরকে ভাল হইবার উপদেশ দেওয়া একেবারে চলে না।

ধোপার ছেলে

এক দেশে এক ধোপার ছেলে ছিল। ছেলে বেলা থেকেই তার বাপ তাহাকে কাপড় কাচিতে ঘাটে লইয়া যাইত। তাহাকে সারাদিন রোদে পুড়িয়া কাপড় কাচিতে হইত। ধোপার ছেলে কাপড় কাচিত আর ভগবানকে বলিত,—"ভগবান আর কাপড় কাচিতে পারি না। পরজন্মে আর যেন আমার ধোপার ঘরে জন্ম না হয়।"

ধোপার ছেলের আকুল ডাক ভগবানের কাণে গিয়া পৌঁছিল। ধোপার ছেলে মরিয়া রাজার ঘরে গিয়া জন্ম লইল। রাজার ঘরে ধোপার ছেলের জন্ম হইল বটে কিন্তু স্বভাব তাহার রাজার ছেলের মতন হইল না। রাজার ছেলেরা যেরূপ খেলা ধূলা ভালবাসে ধোপার ছেলের সে সব খেলা একেবারেই ভাল লাগিত না। একদিন সে খেলা করিতে গিয়া তাহার সমবয়সীদিগকে বলিল,—"ভাই তোরা যে

সকল খেলা করিস্, সে খেলা খেলিতে আমার একেবারেই ভাল লাগে না। তার চেয়ে আমি যে খেলা বলি, আয় ভাই, সেই খেলা করি, আয়। আমি উপুড় হইয়া শুই আর তোরা সকলে মিলিয়া আমার পিটের উপর হুস্‌হুস্ করিয়া কাপড় কাচিতে আরম্ভ কর।”

রাজার ছেলের এই কথায় তাহার সমবয়সীরা একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহারা সকলে মিলিয়া বলিয়া উঠিল,—“না—না—ও আবার কি খেলা ভাই।”

তাহারা ত বুঝিল না রাজার ছেলে কেন এমন কথা বলিতেছে। সংসার বাস মানুষের একজন্মে যায় না। সংস্কার মানুষের সঙ্গে আইসে—তাই এক এক মানুষের এক একরূপ স্বভাব হয়।

রণজীৎ রায়

ভগবান পুত্র কন্যারূপে যে ভক্তের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন—তাহার প্রমানের অভাব নাই। এক দেশে রণজীৎ রায় নামে এক জমিদার ছিলেন। তিনি কালীর বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার তপস্যার জোরে মহামায়াকে কন্যা-রূপে পাইয়াছিলেন। রণজীৎ রায় কন্যাটির নাম রাখিয়া ছিলেন—ভগবতী। তিনি কন্যাটীকে বড়ই স্নেহ করিতেন ও সর্ব্বদাই কাছে কাছে রাখিতেন। রণজীৎ রায়ের স্নেহের গুণে ভগবতী তাঁহার গৃহে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুতেই আর রণজীৎ রায়ের স্নেহের বাঁধন ছিঁড়িতে পারিতেছেন না।

একদিন সকালে রণজীৎ রায় তাঁহার জমী-দারীর হিসাব পত্র দেখিতে ছিলেন—আর মেয়েটী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বাবা ওটা কি—বাবা ওটা কি করিয়া মহা ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। রণজীৎ

রায় কন্যার জন্য কাজে মন দিতে পারিতেছিলেন না, তিনি কন্যাকে বার বার মধুর বচনে বলিতে ছিলেন,—"মা—এখন আমায় বিরক্ত করিস্ নি; আমায় এই কাজগুলা শেষ করিতে দে।" কিন্তু কন্যা সে কথা একেবারেই কাণে তুলিতেছিল না। শেষ রণজীৎ রায় মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুই এখান থেকে দূর হইয়া যা।"

ভগবতী সেই ছুঁতাটি খুঁজিতেছিলেন.রণজীৎ রায় যেমনই বলিলেন, তুই এখান হইতে দূর হ' অমনি তিনি রণজীৎ রায়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে বাহির হইয়াই তাঁহার সহিত একজন শাঁখারীর দেখা হইল—তিনি তাঁহার নিকট হইতে শাঁখা পরিলেন। শাঁখা পরিয়া শাঁখারীকে বলিলেন,—"আমার ঘরের কুলুঙ্গীতে টাকা আছে—তুমি আমাদের বাড়ী গিয়া সেই টাকা লওগে যাও।"

শাঁখারী ভগবতীকে চিনিত—সে তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া শাঁখার মূল্য লইবার জন্য

রণজীৎ রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শাঁখার দাম চাহিল। তখন মেয়ের কথা সকলের মনে পড়িল, মেয়ে বাড়ীতে নাই—মেয়ে কোথায় গেল—চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। চারিদিকে লোক ছুটিল। রণজীৎ রায়—"মা তুই কোথায় গেলি" বলিয়া ক্রমাগত চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। শাঁখারীর মুখে সমস্ত শুনিয়া সকলে আসিয়া দেখিল,—সত্যই কুলুঙ্গীতে টাকা রহিয়াছে। তখনই সেই টাকা হইতে শাঁখারীর শাখার দাম চুকাইয়া দেওয়া হইল। রণজীৎ রায়ের বাড়ীতে যখন লোকের ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সময় কয়েকজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল,—"দীঘিতে কি—যেন ভাসিতেছে।"

রণজীৎ রায় কাঁদিতে কাঁদিতে তখনই দীঘির ধারে উপস্থিত হইলেন। সকলে দীঘির ধারে উপস্থিত হইয়া দেখিল,—"শাঁখা পরা হাতখানি তিনবার জল হইতে উপর দিকে উঠিল। তাহার পর

আর কিছুই দেখা গেল না। রণজীৎ রায় লোক নামাইয়া সমস্ত দীঘি তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন কিন্তু মেয়ের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। ভগবান কখন যে কি মূর্ত্তিতে মানুষের নিকট আইসেন তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাই সন্তানদের দূর ছাই করিতে নাই। রণজীতের নিকট হইতে ভগবতী যেদিন চলিয়া যান সেদিন বারুণী—তাই আজ সেই দীঘির ধারে বারুণীর দিন প্রকাণ্ড মেলা বসে ও ভগবতীর পূজা হইয়া থাকে।

বারুণী স্নান

শিব দুর্গা কৈলাসে দাবা খেলিতে বসিয়াছিলেন সেদিন বারুণী যোগ। হঠাৎ মা দুর্গা শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভু আজ বারুণী যোগ। এই যোগে মানুষ গঙ্গা স্নান করিলে নিষ্পাপ হয়। আজ তো লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গা স্নান করিবে তাহারা কি সকলেই নিষ্পাপ হইবে?"

মা দুর্গার কথায় মহাদেব মৃদু হাসিলেন। বলিলেন,—নিশ্চয় যাহার এ বিশ্বাস আছে বারুণী যোগে স্নান করিলে নিষ্পাপ হইবে—সে নিশ্চয় নিষ্পাপ হইবে।”

মা দুর্গা আবার বলিলেন,—“সে বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ কেন গঙ্গা স্নান করিতে ছুটিবে। নিশ্চয় যাহারা আজ স্নান করিবে তাহাদের সে বিশ্বাস আছে।”

মহাদেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—“না, সে বিশ্বাস একজনেরও নাই। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।”

পরীক্ষা না করিয়া দুর্গার মন সে কথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তিনি পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। তখন মহাদেব দুর্গাকে লইয়া ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিবেণীতে আসিয়া গঙ্গার কূলে তিনি মুমূর্ষু বৃদ্ধের মূর্ত্তি ধরিয়া ভগবতীর জানুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ণ করিলেন। ভগবতীও বুড়ির মূর্ত্তি ধরিয়া নয়নজলে ভাসিতে

লাগিলেন। সেই পথে লক্ষ লক্ষ লোক বারুণী যোগে গঙ্গা স্নান করিতে ছুটিয়াছে। ভগবতী একে একে সকলকেই ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, —"ওগো আমার স্বামীর মৃত্যুকাল উপস্থিত— তোমরা যদি একটু ধর, তাহা হইলে—আমি তাঁহাকে বারুণী যোগে একবার গঙ্গার স্নানটা করাইয়া দিতে পারি।"

বুড়ির কথায় সকলেই তাহার স্বামীকে একটু ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল কিন্তু বুড়ি-বেশী ভগবতী কহিলেন,—"কিন্তু আমার স্বামীর আদেশ যে ব্যক্তি নিষ্পাপ নহে সে যেন তাঁহাকে স্পর্শ না করে। তোমাদের মধ্যে নিষ্পাপ যে—সেই একবার আবার স্বামীকে একটু ধর।"

ভগবতীর এই কথায় সকলই পিছাইয়া গেল সকলই বলিতে লাগিল, পৃথিবীতে আমি নিষ্পাপ কি করিয়া বলি। না বুড়ি আমরা নিষ্পাপ নই।"

লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নান করিতে গেল কিন্তু

কেহই বুড়ির কথায় সম্মত হইল না—কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিল না যে সে নিষ্পাপ। শেষে এক চাষার ছেলে গামছা মাথায় বাঁধিয়া স্নান করিতে যাইতে ছিল, দুর্গা তাহাকেও সেই কথা বলিলেন। দুর্গার কথা শুনিয়া সেই চাষার ছেলে বলিল, "এর জন্যে আর ভাব্না কি। আজ বারুণী যোগ, তুমি মা একটু অপেক্ষা কর, আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া নিষ্পাপ হইয়া আসি।"

চাষার ছেলে আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গঙ্গায় ডুব দিতে ছুটিল। মহাদেব দুর্গাকে বলিলেন, "দেখিলে এই এত লোক গঙ্গায় স্নান করিতেছে—তাহাদের মধ্যে কেবল এই একটা লোক নিষ্পাপ হইবে। ইহারই কেবল বিশ্বাস আছে—আজ বারুণী যোগে গঙ্গা স্নান করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায়।"

মহাদেবের কথা দুর্গা এইবার বুঝিলেন। কেন মানুষ নিষ্পাপ হইতে পারে না আর কেনই বা মানুষ নিষ্পাপ হয়। সব বিষয়েই বিশ্বাস চাই।

বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের কোন কাজই সফল হইতে পারে না।

———

ব্রহ্ম বিদ্যা

এক ব্রাহ্মণের দুইটি ছেলে ছিল। ছেলে দুইটী বড় হইলে ব্রাহ্মণ তাহাদের ব্রহ্ম বিদ্যা শিখাইবার জন্য এক আচার্য্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র দুইটি আচার্য্যের নিকট থাকিয়া ব্রহ্ম বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর আচার্য্যের নিকট থাকিয়া তাহাদের ব্রহ্ম বিদ্যা শিক্ষা শেষ হইলে—তাহারা আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পুত্রেরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণ একদিন তাহাদের নিকটে ডাকিয়া—বড় ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন তো তোমরা আচার্য্যের গৃহে থাকিয়া ব্রহ্ম বিদ্যা শিখিয়া আসিলে—আচ্ছা বল দেখি ব্রহ্ম কি?

পিতা প্রশ্ন করিবা মাত্র বড় ছেলে তখনই বড় বড় শাস্ত্র হইতে বড় বড় শ্লোক তুলিয়া ব্রহ্ম কি

তাহাই তাহার পিতাকে বুঝাইতে লাগিল। এবং বলিতে লাগিল,—"ব্রহ্ম এত বড়—ব্রহ্ম তত বড়।"

ব্রাহ্মণ কোন কথা বলিলেন না। তিনি তাহার ছোট ছেলেকে ডাকিয়া কহিলেন,—"বাপু তুমি ব্রহ্ম সমন্ধে কি শিখিয়াছ বলো দেখি শুনি ?"

ছোট ছেলে পিতার প্রশ্নে একবার পিতার মুখের দিকে চাহিল,—তাহার পর ব্রহ্ম কি তাহাই পিতাকে বুঝাইবার জন্য দুই তিনবার হাঁ করিল—কিন্তু কোন কথাই বলিতে পারিল না। ছোট ছেলের এই ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমি তোমার ভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি কতক ব্রহ্ম কি বুঝিতে পারিয়াছ! সত্যই ব্রহ্ম যে কি তাহা মুখে বলা যায় না।"

ভগবানকে বুঝিয়ছি—যাহারা বলে, তাহারা একেবারেই বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে হইবে। কারণ ভগবান এমন জিনিষ যে তাঁহাকে একবার বুঝিলে আর বাক্য ক্ষরিবে না।

দুই বেয়ান

এক বেয়ান আর এক বেয়ানের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। বেয়ান যখন গিয়া বেয়ানের বাড়ী উপস্থিত হইল তখন দেখিল তাহার বেয়ান চরকায় সূতা কাটিতেছে। নানা রংএর রেশমের সূতা—আর সূতাগুলি কাটা হইয়াছেও বড় সুন্দর। বেয়ানকে আসিতে দেখিয়া যে বেয়ান সূতা কাটিতেছিল, সে বলিল,—"বেয়ান তুমি যে কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ সে জন্য আমার আনন্দ ধরিতেছে না। তা ভাই তুমি বোস তোমার জন্য একটু জলখাবার লইয়া আসি।"

সূতা কাটা বেয়ান এই বলিয়া তাহার বেয়ানকে বসিতে একখানি আসন দিল। বেয়ান সেই আসনে বসিলে তিনি তাহার জন্য জলখাবার আনিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে যে বেয়ান দেখা করিতে আসিয়াছিল—নানা রং

বেরং এর সূতা দেখিয়া তাহার একটু লইতে তাহার ভারী ইচ্ছা হইতে লাগিল। সে কিছুতেই তাহার ইচ্ছাটা আর দমন করিতে পারিল না—খানিকটা সূতা লইয়া বগলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। তাহার পর তাহার বেয়ান তাহার জন্য জল খাবার লইয়া আসিল—ও খাও খাও করিয়া তাহাকে জল খাবারগুলি খাওয়াইতে লাগিল। বেয়ানের জলখাবার শেষ হইলে তিনি জল খাবারের রেকাবীখানা সরাইয়া রাখিতে গিয়া দেখিলেন,—তাঁহার চরকা কাটা একতাড়া সূতা নাই। বেয়ানের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার বেয়ানই সূতা সরাইয়াছে। তখন তিনি সূতাটা তাঁহার বেয়ানের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য একটি ফন্দি মনে মনে আঁটিলেন। সেই রেকাবী খানা রাখিয়া আসিয়া বলিলেন,—"বেয়ান তুমি অনেক দিনের পর আসিয়াছ—আজ ভারি আনন্দের দিন। এস ভাই আজ আমরা দুইজনে একটু নাচি।"

যে বেয়ান দেখা করিতে আসিয়াছিল সেও তাহাতে সম্মত হইল। তখন দুই বেয়ানে নাচিতে আরম্ভ করিল। সেই চরকা কাটা বেয়ান দেখিল, তাহার বেয়ান হাত না তুলিয়াই নাচিতেছে। তাহাকে বলিল,—"অমন করে কি বেয়ান নাচা হয়?—এস হাত তুলিয়া নাচি।"

কিন্তু যে বেয়ানের বগলে সূতা রহিয়াছে—সে দুই হাত তুলিয়া নাচে কেমন করিয়া—কাজেই সে তাহার কথায় এক হাত তুলিয়া নাচিতে লাগিল। তখন তাহার বেয়ান আবার বলিল,—"বেয়ান এক হাত তুলিয়া কি নাচা হয়? দুই হাত তুলিয়া নাচ।"

কিন্তু সেই বেয়ান ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—এ যে ভাই তোমার অন্যায় কথা! দুই হাত তুলিয়া কি আর সকলে নাচিতে পারে—যার যেমন অভ্যাস।"

সত্যই দুই হাত তুলিয়া নাচিতে কয়জনে পারে? লোভ মোহ সমস্ত ত্যাগ করিতে না

পারিলে মানুষ আর দুই হাত তুলিয়া নাচিতে পারে না। যদি দুই হাত তুলিয়া নাচিতে যাও—তাহা হইলে আগে নিঃস্বার্থ হইবার চেষ্টা কর।

লাগ্ ভেল্কী লাগ্

একজন বাজীকর এক রাজার বাড়ীতে ভেল্কী দেখাইতে গিয়াছিল। সে রাজার সম্মুখে নানা রকম খেলা দেখাইতে ছিল আর মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল,—"লাগ্ ভেল্কী লাগ্। রাজা টাকা দাও—কাপড় দাও—"

সেই সময় হঠাৎ কেমন করিয়া সেই বাজীকরের জীব তালুর মূলের কাছে আটকাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভক যোগ হইয়া গেল। তাহার কথা নাই, শব্দ নাই—স্পন্দন নাই! সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল বাজীকরটা মরিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে রাজার হুকুমে তাহাকে

একটা ইঁটের কবর করিয়া তাহার ভিতর তাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়া পুঁতিয়া ফেলিল।

তাহার পর হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সেই সময় কে একজন মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে দেখিল, একজন লোক মাটীর ভিতর সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তখন সকলেই ভাবিল, এ নিশ্চয়ই কোন বড় সাধু। সকলে তখন নানাভাবে সাধুর পূজা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নাড়াচাড়া করিতে করিতে বাজীকরের জীব্ আবার তালু থেকে সরিয়া গেল। যেমন জীব তালু থেকে সরিয়া গেল অমনি তাহার চৈতন্য হইল—সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"লাগ্ ভেল্কী লাগ্ রাজা টাকা দাও—কাপড় দাও—"

এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই একেবারে হতভম্ব! কুম্ভক যোগ করিলেই ভগবান লাভ হয় না। ভগবান মানুষের মন দেখিয়া থাকেন। যে যাহা মনে করিয়া সাধন করে তাহার তাহাই লাভ হইয়া থাকে।

কাকের ভক্তি

রাম লক্ষ্মণ চম্পক সরোবরে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ দেখিলেন, একটি কাক অতি ব্যাকুল ভাবে বার বার জল খাইতে যাইতেছে কিন্তু জল খাইতেছে না—বার বার ফিরিয়া আসিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া লক্ষ্মণের বড় কৌতূহল হইল। তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা এই কাকটা জল খাইতে যাইয়া বার বার ফিরিয়া আসিতেছে কেন ?

লক্ষ্মণের এই প্রশ্নে রাম বলিলেন, "ভাই এই কাক বড়ই ভক্ত। দিন রাত রাম নাম জপ্ করিতেছে ! জল তৃষ্ণায় উহার বুক ভাঙ্গিবার মত হইয়াছে তাই জল পান করিতে আসিয়াছে কিন্তু জল পান করিবার সময় রাম নাম ফাঁক পড়িয়া যাইবে সেই আশঙ্কায় জলও পান করিতে পারিতেছে না।"

ভক্ত হওয়া সোজা নহে। যে ভগবানকে এই ভাবে দিন রাত ডাকিতে পারে সেই কেবল ভগবান লাভ করিতে পারে।

রামের ধনুক

বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে পরিশ্রান্ত হইয়া স্নান করিবার জন্য রাম লক্ষ্মণ একদিন পম্পা সরোবর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরোবরে নামিবার পূর্ব্বে শ্রীরাম চন্দ্র তাঁহার ধনুকটা সরোবরের তীরে মাটীতে গুঁজিয়া রাখিলেন। স্নান শেষ করিয়া দুই ভাইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন ও শ্রীরামচন্দ্র তাহার ধনুকটা মাটী হইতে আবার তুলিয়া লইলেন। শ্রীরাম চন্দ্র ধনুক তুলিবা মাত্র লক্ষ্মণ দেখিল শ্রীরামচন্দ্রের ধনুকের ধারটুকু রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া লক্ষ্মণ একে-

বারে অবাক হইয়া গেলেন। শ্রীরাম চন্দ্রের ধনুকে রক্ত কোথা হইতে আসিল? শ্রীরাম চন্দ্র ধনুক দেখিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, একি ব্যাপার? দেখ দেখ নিশ্চয়ই কোন জীব হত্যা হইয়াছে।

লক্ষ্মণও রক্ত দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি শ্রীরামের আদেশে তখনই মাটি খুড়িতে আরম্ভ করিলেন, মাটি খুঁড়িয়া দেখিলেন একটা ব্যাঙ্ মুমুর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ব্যাঙের অবস্থা দেখিয়া করুণাময় শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি অতি করুণ স্বরে বলিলেন, "ব্যাঙ্ কেন তুমি শব্দ কর নাই তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতাম। এমন ভাবে তোমার প্রাণ বিয়োগ হইত না। যখন সাপে তোমাকে ধরে তখন যে তুমি আকণ্ঠ চীৎকার করিতে থাক—তবে এখন চুপ করিয়া রহিলে কেন?

শ্রীরাম চন্দ্রের কথার উত্তরে ব্যাঙ বলিল, শ্রীরাম চন্দ্র, যখন সাপে আমাকে ধরে তখন আমি রাম



'অমুক বাঁড়ুয্যের বাড়ী কোথায় বলিতে পারেন ?"

রক্ষা কর—রাম রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করি। কিন্তু যখন দেখিলাম স্বয়ং শ্রীরাম চন্দ্রই আমাকে বধ করিতেছেন তখন আর কি বলিয়া চীৎকার করিব, তাই চুপ করিয়াছিলাম।

ব্যাঙের এই কথায় শ্রীরাম চন্দ্রের মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না! তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। মানুষ বুঝিতে পারে না তাই সর্ব্বদাই হাঁকু পাঁকু করিয়া মরে। ভগবান যখন মারেন তখন হাঁকু পাঁকু করা বৃথা।

মাছ ধরা

একটি লোক একজনের পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। বহুক্ষণ ছিপ ফেলিয়া বসিয়া থাকিবার পর ফাতনাটা একটু একটু নড়িতে লাগিল। সে ভাবিল, এইবার চারে মাছ আসিয়াছে। তারপর ফাতনাটা মাছে মাঝে কাৎ হইতে লাগিল—তখন সে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া টান দিবার জন্য ছিপ

গাছটা হাতে করিয়া ধরিল। সেই সময় সেই পুকুরের ধার দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিল, সে সেই ছিপ্ ধরা লোকটার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অমুক বাঁড়ুয্যের বাড়ী কোথায় বলিতে পারেন ?"

তখন যে লোকটি মাছ ধরিতেছিল সে টান মারিবার অপেক্ষা করিতেছে—এই লোকটার প্রশ্নে কোনও উত্তর দিল না। লোকটা বার বার তবুও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "অমুক বাঁড়ুয্যের বাড়ী কোথায় বলিতে পারেন ?"

ছিপ্ধরা লোকটার সে কথায় হুঁসই নাই। তখন তাহার হাত কাঁপিতেছে—দৃষ্টি কেবল ফাতনার দিকে। লোকটা বার বার এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে নিরস্ত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। সেই সময় বড়শীতে টান ধরিল—ফাত্না ডুবিল—একটা মাছ সেই টানে একেবারে পুকুরের পাড়ে আসিয়া পড়িল। তখন সেই ব্যক্তি গামছা দিয়া মুখ মুছিয়া স্থির

হইয়া দাঁড়াইল। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইবা মাত্র তাহার দৃষ্টি সেই লোকটার উপর পড়িল। তখন সেই লোকটা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল। সে বড়শী হইতে মাছটী খুলিতে খুলিতে খুলিতে সেই লোকটাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল,— "ওহে মহাশয়—শোন শোন।"

মাছধরা লোকটার চীৎকারে সেই লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইল। ও নিকটে আসিয়া বলিল, "আবার ডাকিতেছেন কেন?"

সেই লোকটি বলিল, "তুমি আমায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে?"

লোকটী বিরক্তস্বরে বলিল,—"তখন অতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কোন উত্তর দিলে না, আর এখন জিজ্ঞাসা করিতেছ—কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে?"

লোকটা একটু কিন্তু হইয়া বলিল,—"মহাশয় মাপ মরিবেন—তখন সত্যই কিছু শুনিতে পাই নাই। তখন যে আমার ফাত্না ডুবিতেছিল।"

এইরূপ একাগ্রতা না হইলে ভগবান লাভ করা যায় না। ধ্যানে মানুষের এইরূপই একাগ্রতা আইসে।



হীরার দর

এক বড় লোকের একখানা খুব মূল্যবান হীরা ছিল। তিনি তাঁহার সেই হীরা খানা বিক্রয় করিবার জন্য তাঁহার সরকারকে প্রদান করিলেন। সরকার বাবুর হীরাখানা লইয়া প্রথম এক বেগুণ-ওয়ালার নিকট উপস্থিত হইল। বেগুণওয়ালা হীরাখানা বারকতক নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল, —ভাই আমি এই পাথরখানার পরিবর্ত্তে তোমাকে নয় সের বেগুণ দিতে পারি।”

সরকার বলিল,—ভাই দরটী অত্যন্ত কম হইয়া যাইতেছে—আর একটু উঠিলে আমি এই পাথর-খানি তোমায় দিয়া যাইতে পারি। দশ সের বেগুণ দাও।”

বেগুণওয়ালা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—আমি বাজারের দরের চেয়ে অনেক বেশী বলিয়া ফেলিয়াছি—ইহাতে তোমার যদি পোষায় তবে আমায় দাও—নতুবা অন্য কোন যায়গায় চেষ্টা কর।”

সরকার তখন সেখান হইতে এক কাপড়-ওয়ালার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। কাপড়ওয়ালা হীরাখানাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল,—“হাঁ জিনিষটা মন্দ নয়—আমি এর দাম নয় শত টাকা দিতে পারি।”

সরকার বলিল,—“ভাই আর একটু বাড়—পুরাপুরি হাজার টাকা দাও—আমি হীরাখানা তোমায় দিয়া যাই।”

কাপড়ওয়ালা বলিল,—“নয় শত টাকার অধিক আর একটি টাকাও দিতে পারি না। নয় শত টাকাই আমি বেশী দাম বলিয়া ফেলিয়াছি।”

সরকার তখন সেখান হইতে এক জহুরীর নিকট উপস্থিত হইল। জহুরীও হীরাখানা

একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল—তাহার পর একবারেই বলিল,—"দাও এ হীরাখানা আমাকে দিয়া যাও—আমি ইহার দাম একলাখ টাকা দিব।"

সরকার বলিল,—"না ভাই, আর কিছু বাড়।"

জহুরী বলিল,—"বল আর কত দিতে হইবে—এ হীরাখানা আমার চাই।"

সরকার তখন উপযুক্ত দর পাইয়া হীরাখানা জহুরীর নিকট বিক্রয় করিল। যাহার যেরূপ পুঁজি সে সেইরূপ মূল্যই দিয়া থাকে। ভগবান যে কি বস্তু যে তাহা বুঝে সেই তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে পারে।

গুরু শিষ্য

একজন সাংসারিক লোক এক গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইতে গেল। গুরু তাহাকে বলিলেন,

—"আমি তোমাকে মন্ত্র দিতে পারি কিন্তু তাহা হইলে তোমাকে সংসার ছাড়িতে হইবে।"

শিষ্য গুরুর এই কথা শুনিয়া বলিল,—"প্রভু সংসার কেমন করিয়া ছাড়িয়া যাই বলুন। আমার মা বাপ স্ত্রী সকলেই আমাকে ভালবাসে—তাহাদের ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া যাইব।"

শিষ্যের কথা শুনিয়া গুরু বলিলেন,—"আমার আমার বলিতেছ বটে—আর বলিতেছ, তাহারা তোমাকে ভালবাসে কিন্তু সে ভালবাসা সত্য নহে। তাহার সত্যাসত্য বিষয়ে যদি তুমি পরীক্ষা করিতে যাও—তাহারও উপায় আমি তোমাকে বলিয়া দিতে পারি।"

শিষ্যের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল এবং সে কথা গুরুকে জানাইল। তখন গুরু তাহাকে বলিলেন,—"আমি তোমাকে একটি ঔষধের বড়ি দিতেছি—এইটী খাইলে তোমার দেহ মড়ার মত অসাড় হইয়া পড়িবে কিন্তু তোমার জ্ঞান লোপ হইবে না—লোকে তোমাকে মৃত ভাবিবে বটে

কিন্তু তুমি সকলই দেখিতে ও শুনিতে পাইবে। তারপর আমি গিয়া তোমায় আবার পূর্ব্ব অবস্থা করিয়া দিব।”

শিষ্যটীর গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল—সে গুরুর কথা মত বাড়ী গিয়া সেই ঔষধের বড়িটি খাইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ অসাড় হইয়া মৃতের মত হইয়া পড়িল। কিন্তু গুরু তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল, তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ ই রহিল। তাহার এই ভাব দেখিয়া বাড়ীতে একেবারে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। মা—স্ত্রী একেবারে কাঁদিয়া কাটিয়া আছাড় বিছাড় খাইতে লাগিল। সেই সময় তাহার গুরু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—“কি হইয়াছে ?”

সকলে উত্তর দিল—“এই লোকটি মারা গিয়াছে।”

গুরু তাঁহার শিষ্যের দিকে একবার চাহিলেন—তাহার পর বলিলেন,—“কই না—এ লোকটী

তো মারা যায় নাই—আমি একটী ঔষধ দিতেছি সেই ঔষধটী খাওয়াইলেই ইহার সমস্ত রোগ ভাল হইয়া যাইবে।”

গুরুর কথায় যেন শিষ্যের সমস্ত পরিবার একেবারে হাতে চাঁদ পাইলেন,—সকলেই বলিতে লাগিলেন,—দিন, দিন—ঔষধ দিন।”

গুরু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—“তবে ইহার মধ্যে একটু গোল আছে। ঔষধটি প্রথমে একটি লোককে চিবাইয়া দিতে হইবে—তাহার পর সেই ঔষধ রোগীকে খাওয়াইতে হইবে। যে ব্যক্তি প্রথম চিবাইয়া দিবে তাহার কিন্তু মৃত্যু হইবে। এই টুকুই যা গোল। তবে এই লোকটীর যা দেখিতেছি অনেক আত্মীয় স্বজন রহিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে একজন না একজন নিশ্চয়ই চিবাইয়া দিতে পারেন! মা কিংবা স্ত্রী ইহারা নিশ্চয়ই পারেন।”

গুরুর এই কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের কান্না থামিয়া গেল। শিষ্যের মা তাড়া-

তাড়ি বলিলেন,—"তাই তো, আমার এই বৃহৎ সংসার আমি মরিলে এ সকল কে দেখিবে, শুনিবে। বৌমা, তুমিই না হয় ওটা চিবাইয়া দাও।"

স্ত্রী অমনি বলিয়া উঠিল, "অদৃষ্টে যা ছিল তাই হইয়াছে। আমি কি মরিতে পারি? আমার দুই তিনটী নাবালক ছেলে; আমি মরিলে তাহাদের কে দেখিবে।"

শিষ্য এতক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া সমস্তই দেখিতে ছিল, শুনিতে ছিল—সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—একেবারে ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"গুরুদেব আপনি যা বলিয়াছিলেন সেই কথাই সত্য। আর আমি সংসারে থাকিতে চাহি না।" শিষ্য আর কাহাকেও একটীও কথা না বলিয়া সেই দিনই গুরুর সহিত সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মানুষের সহিত মানুষের একেবারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা হয় না। নিঃস্বার্থ ভাল বাসা এক মাত্র ভগবানের সহিতই হওয়া সম্ভব।

লক্ষ্মী নারায়ণ।

বৈকুণ্ঠে নারায়ণ শুইয়া আছেন—লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। হঠাৎ নারায়ণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নারায়ণকে হঠাৎ উঠিতে দেখিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, কোথায় যাইতেছ ?"

নারায়ণ বিশেষ চিন্তিত স্বরে বলিলেন; "আমার একটা ভক্ত বড় বিপদে পড়িয়াছে। তাই তাহাকে রক্ষা করিতে যাইতেছি।"

লক্ষ্মীকে এই কথা বলিয়া নারায়ণ বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু অতি অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। নারায়ণকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, এত শীঘ্র ফিরিলে কেন ?"

নারায়ণ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমার ভক্তটী প্রেমে বিহ্বল হইয়া পথ দিয়া যাইতেছিল, পথের মধ্যে ধোপারা কাপড় শুকাইতে দিয়াছিল। ভক্ত

বেহুঁস হইয়া তাহার উপর দিয়া মাড়াইয়া চলিয়াছিল তাই দেখিয়া ধোপারা লাঠি লইয়া তাহাকে মারিতে যাইতে ছিল। তাই আমি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য যাইতেছিলাম।"

লক্ষ্মী বিস্মিত স্বরে বলিলেন, "তবে আবার ফিরিয়া আসিলে কেন?

নারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সেই ভক্তটী ধোপাদের মারিবার জন্য ইট্ তুলিয়াছে দেখিলাম কাজেই আর আমি যাইলাম না।"

নারায়ণের কথার ভাব লক্ষ্মী বুঝিলেন। যে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে—ভগবান তাহাকেই কেবল রক্ষা করেন। যে নিজেকে নিজেই রক্ষা করিব ভাবে ভগবান তাহার নিকটেও যান না। ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম।

পাখী

এক পাখী জাহাজের মাস্তুলের উপর বসিয়া ছিল। জাহাজ গঙ্গা পার হইয়া সমুদ্রের ভিতর আসিয়া পড়িল—পাখীটা যেমন মাস্তুলে বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল। জাহাজ যে সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে পাখীর সে দিকে একেবারে হুঁসই ছিল না। যখন পাখীর চমক ভাঙ্গিল তখন দেখিল চারিদিকে—কোথাও কুল কিনারা নাই। যে দিকে চায় সেই দিকেই জল। পাখী ডাঙ্গায় ফিরিবার জন্য আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করিয়া উত্তর দিকে উড়িয়া গেল। কিন্তু বহু দূর গিয়াও কুল পাইল না; সে শ্রান্ত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া মাস্তুলে বসিল; আবার কিছুক্ষণ জিরাইয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে উড়িয়া গেল; সে দিকেও বহু দূর গিয়া কোন কুল কিনারা পাইল না। আবার শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া মাস্তুলে বসিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে

পূর্ব্ব পশ্চিম এক এক বার করিয়া সকল দিকেই ঘুরিয়া আসিল কিন্তু কোন দিকেই কোন কুল কিনারা পাইল না। চারি দিকেই অকুল পাথার।

শেষে চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া পাখী যখন বুঝিল কোন দিকেই কোন কুল কিনারা নাই তখন সে সেই যে মাস্তুলের উপর বসিল আর উড়িল না। তখন তাহার আর কোন ব্যাকুলতা রহিল না; সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিল। যতক্ষণ আশা থাকে ততক্ষণই মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, তখন হাঁকু পাকু করিতে থাকে। সমস্ত আশা শেষ হইলেই মানুষ নিশ্চিন্ত হয় ও ভগবান লাভ করিয়া থাকে।

সম্পূর্ণ